CC9 – Section D (Trina Das
Dept. of Sanskrit
Bhatter College, Dantan)

যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী :

ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ১৯০৬ সালে অবিভক্ত বাংলার বর্তমানে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার কদুরখীল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লন্ডন থেকে Ph.D ডিগ্রি লাভ করেছেন এবং কয়েক বছর ধরে ভারতের অফিস লাইব্রেরিতে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডক্টরেট রমা চৌধুরীকে বিয়ে করেন। এই দম্পতি ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 'প্রাচ্যবাণী' (ইনস্টিটিউট অফ ওরিয়েন্টাল লার্নিং)-এর মুখ্য প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এই দম্পতি প্রাচ্য শিক্ষার প্রচার ও জনপ্রিয়করণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন এবং এইজন্য ভারত ও বিদেশে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি বেশ কয়েকটি গবেষণা কাজ করেছিলেন এবং ইংরেজী, বাংলা এবং সংস্কৃত ভাষায় নিবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য লেখাগুলি হল — 'ধন্য-রঘুবংশম্' (কালিদাসের 'রঘুবংশম্' অবলম্বনে), 'ভক্তিগীতম্' (গীতাপর্ব), 'ভক্তিবিষ্ণুপ্রিয়ম্' চৈতন্যদেব; 'মহাপ্রভু-হরিদাসম্' (শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য হরিদাস-এর জীবনাশ্রয়ী সাত অঙ্কবিশিষ্ট); 'শক্তি-সারদম্' (শ্রী-রামকৃষ্ণের ধর্মপত্নী সারদামণি দেবীর উপরে), স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাবলম্বনে রচিত 'বিশ্ববিবেকম্' এবং 'ভারত-বিবেকম্', 'মহিমময়-ভারতম্' (ভারতের সেতু-নীতির উপরে). 'ভারত-জনকম্' (মহাত্মা-গান্ধীর জীবনাবলম্বনে), 'মিলনতীর্থ-ভারতম্', 'অমরমীরম্' (মীরা বাঈ-এর জীবন-আশ্রয়ে রচিত), 'প্রীতিবিষ্ণুপ্রিয়ম্' (বিষ্ণুপ্রিয়া-কে কেন্দ্র করে), 'আনন্দরাধম্' (একাদশ অঙ্কবিশিষ্ট শ্রীরাধার জীবনাবলম্বনে), 'ভাস্করোদয়ম্' (রবীন্দ্রনাথের প্রারম্ভিক জীবনাশ্রয়ী), 'ভারত-ভাস্করম্' (রবীন্দ্রনাথের মধ্য জীবনাবলম্বী), 'ভুবন-ভাস্করম্' (রবীন্দ্রনাথের অন্তিম জীবনাবলম্বনে), 'ভারতলক্ষ্মীনাটকম্' (রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর জীবন-কাহিনী-মূলক), 'দেশবন্ধু-দেশপ্রিয়ম্' (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস-এর

Scanned by CamScanner

জীবনাবলম্বনে), 'নিষ্ক্রমণ-যশোধরম' (বুদ্ধের ধর্মপত্নী এবং রাহুলমাতা গোপা অথবা যশোধরার জীবনাবলম্বনে সাত অঙ্কবিশিষ্ট নাটক), 'মুক্তি-সারদম' (সারদাদেবীর জীবন-অবলম্বনে), 'ভারত-হৃদয়ারবিন্দম' (অরবিন্দ ঘোষের জীবন-আশ্রয়ে রচিত)। এছাড়াও 'ওথেলো'-এর অনুবাদে রচিত 'ওথেলো' এবং শেক্সপিয়র-এর 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস'-এর কাহিনী অবলম্বনে 'বেনিসবণিজম'-নামক অনুবাদমূলক নাটকও রচনা করেন।

Scanned by CamScanner

CC9 - Section-D

Trina Das
Dept. of Sanskrit
Bhatter College, Dantan

বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য:

বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য অবিভক্ত বাংলার সিলেট জেলায় ১৯১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ প্রদান করে। তিনি ১৯৪৩ সালে ডি.লিট অর্জন করেন। ভাষার প্রতি অনুরাগবশত তিনি বিভিন্ন সংস্কৃত নাটক রচনা করেছিলেন। এই নাটকগুলি আধুনিক, সমসাময়িক বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং সমাজের বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং সমাজের বিভিন্ন দিকগুলিকে প্রতিফলিত করেছে। তিনি সংস্কৃত সনেট রচনার প্রবর্তক ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বাংলা ও ইংরেজী নিবন্ধও লিখেছিলেন। ১৯৮২ সালে এই উজ্জ্বল নক্ষত্রের ছন্দপতন ঘটে। তাঁর রচিত নাটকগুলি হল — 'কবিকালিদাসম্' (কবি কালিদাসের জীবনকাহিনী), 'সিদ্ধার্থচরিতম্' (গৌতম বুদ্ধের জীবনাবলম্বনে), 'স্বর্ণলঙ্কাভিসারম্' (রাম-এর জীবন-আশ্রয়ে রচিত) 'শ্রীগীতগৌরাঙ্গম্' (শ্রী-চৈতন্যের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে রচিত),

এছাড়াও তাঁর আধুনিক সাহিত্যের নিদর্শনগুলি হল — '**শার্দূলশকটম্**' (এটি পাঁচ-অঙ্কবিশিষ্ট নাটক। মূল বিষয়বস্তু হল - জাতীয় পরিবহন কর্পোরেশনের কর্মীদের পাশাপাশি অন্যান্য শ্রমিকদের জীবন, শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্বে দাঙ্গা, ধর্মঘট ও অন্যান্য আন্দোলনের পটচিত্র। এতে আরও বলা হয়েছে উভয়পক্ষের সহযোগিতা, সমন্বয় এবং সহনশীলতার মাধ্যমে যে-কোন কঠিন সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে), '**শরণার্থিসংবাদঃ**' (শরণার্থীদের সমস্যাবিষয়ক), '**বেষ্টনব্যায়োগঃ**' সেই একক রূপকটি ১৯৭১ সালে কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে 'ঘেরাও' কাণ্ডের সূচনা হয়েছিল। জনগণের চাহিদা পূরণের জন্য, সর্বধরন মনুষ উভয়ের কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের অনৈতিকভাবে ঘিরে রাখা। পরবর্তীকালে শিক্ষা ও শিল্পক্ষেত্রেও 'ঘেরাও' প্রক্রিয়া দেখা গেছে। লেখক এখানে শ্রমিক ইউনিয়নের দাবি তুলে ধরেছিলেন এবং 'ঘেরাও'-এর মাধ্যমে দিয়ে তাঁর সফলতাকে সবার সামনে তুলে ধরেছেন। '**লক্ষণব্যায়োগঃ**' (নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে)।

Scanned by CamScanner